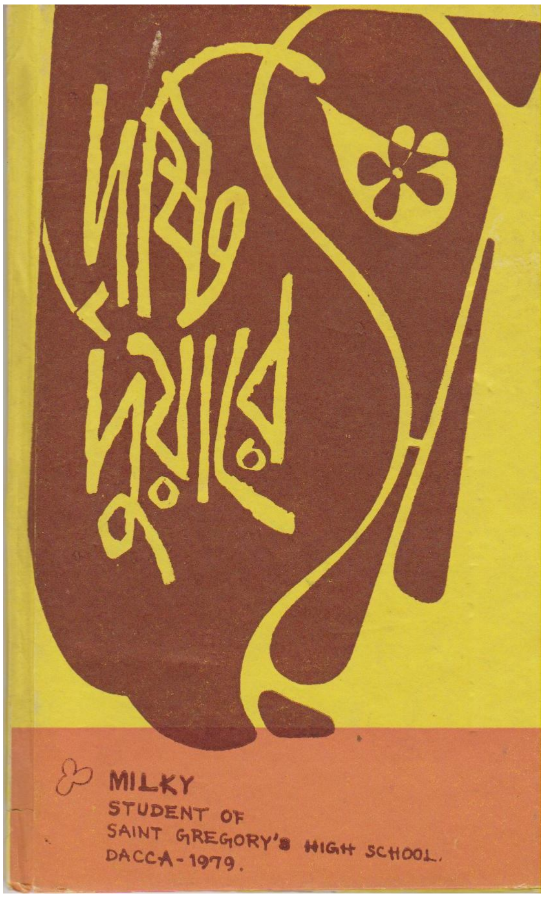

ABOUT THIS BOOK

I published this poetic book *Drishti Duare* in 1979. It took only Taka one thousand (US$18) to publish 100 copies of this book. My uncle Haji Abul Kalam funded 50 percent of the cost and the rest I managed from my savings. At that time I was a school going boy studying at class nine in Saint Gregory's High School in Dhaka. My nick name was Milky and still it is. Khwaja Alaul Haque made the cover page of this book. He is my cousin and now running a school in Mymensing. Here I have scanned the pages of the book and put it here. Asking for apology if there is any spelling or grammatical mistake found in the book. Here you will find only selected poems taken from the book

Thank you
Sayed Hossain
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com
Personal website: www.sayedhossain.com
Nov 5, 2010

ঃ আশ্বাস ঃ

সবুজ পথটা আকাশ বেয়ে ঐ বাকে অদৃশ্য হয়েছে
তবু কেন এত ব্যর্থতা ?
কেন এত সন্ত্রাস ?
বলে স্তব্ধ আমি ; দেখলাম অপরূপ সৌন্দর্য
সমুদ্রের বালিগুলি রূপোয় ঝিলিমিলি
জীবন তরীতে পার হবার জন্যে আমায় আশ্বাস দেয়।
কিন্তু সেখানেই আমার উদ্ধত বন্ধন
জীবনে তো কতই আশ্বাস পেয়েছি,
পেয়েছি ভালবাসার দুর্দম স্পৃহা
তবুও কেন এত ব্যর্থতা ?
কেন এত সন্ত্রাস ?

তোমরা যারা সুখে আছ বন্ধু, তোমাদের দুঃখের ভীষণ অভাব
আমায় তারা একটু সান্তনা দিও
আর দিও একটু সহানুভূতি,
তোমাদের সহানুভূতিতে আবার উল্লাসিত হব
নব প্রভাতের চেতনায় ব্যস্ততাই আবার হবে পাথেয়
কিন্তু সহসা কোন এক শরতের সন্ধ্যায়
পূর্বের রীতিতে জানি নিশ্চিত ফিরবো।
আবার ব্যর্থতা এসে আমায় গ্রাস করবে
আমি মরনপূর্বক চীৎকারে পৃথিবীকে প্লাবিত করবো।

: বনের সন্ধানে :

অবিশ্রান্ত ভাবে পথ হেটে
কখন যে বনের নিভৃতে ঘুমিয়ে পড়েছি
কত কাল চলে গেছে, কত রাত
কত উত্থান পতন, বিশাল পরিবর্তন
মহাসূর্য বিদায় নিয়েছে, পৃথিবী তেমনি অন্ধকার
কিন্তু তবু আমার ঘুম ভাঙলনা।

সৃষ্টির আদি হতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম
ঘুমের মাঝে, বনের একাকিত্বতায়
আমার হৃদয় পুলকিত, অন্তর্দাহ তীব্রতর
তবু আমি বনের একজন।
বনের শত গাছ-পালা মরুরই মতন স্তব্ধ
কোথাও ফার্ণগাছ, আবার জন শূন্য মাঠ
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু শীম গাছ;
সমস্ত বনভূমি আকাশের রঙের সাথে একাকারিত
কখনও মহশূন্যের নিস্তব্ধতা, জলে আধো ডোবা।

ঃ একটি মেলায় ঃ

সামনে বিস্তৃত মাঠ
কেমন সবুজে কোমল. সদ্য বৃষ্টিতে এই মাত্র ভিজেছে
তাকালাম সেদিকে, সহস্র মানুষের মাঝে
আমার ধূসর কালো চোখগুলো থেমে এল
একটা নীল চোখের উজ্জল হাসি
শত মাইল বেগে ঘুরন্ত দোলনার মাঝে থেমে এল
সে হাসছে ; ওর বোনটির দিকে তাকিয়ে
কখনও মুখ টিপে, আবার মৃদু
পৃথিবীর সকল দেহ রঙে সম্রাজ্ঞী
আশ্চর্য কেমন নিষ্পাপ অবয়ব।
আমি তেমনটি ভাবে দেখতে লাগলাম
যেমনটি দেখে ছিলাম গ্রীসের হেলেনকে।

কবি জীবনান্দ দাস

ধান সিড়ির তীরে দাড়িয়ে
হে অসামান্য কবি, তুমি কি দেখছো ?
কিসের সাধনায় তুমি ব্যাপৃত ?
কই উত্তর দিলে না যে !
এই অনন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের অসীম সৌন্দর্যে
তোমার দৃষ্টি কঠিন স্বপ্নে ঘিরে আছে
তুমি মানুষ নও, কখনও ছিলে না— নিজেই বলেছ
তবুও তোমার বিস্তৃত আসন আমার হৃদয়ে গচ্ছিত।
তোমার কাব্যে আমি হতবাক
আমার হৃদয়ে ছুয়ে যায় এক উল্লাস।
নবজীবনের চেতনায় সহসা উদঘটিত হই
শুধু তোমার কাব্যে ;
সেখানেও দেখি তোমার নিভৃত স্বাদ।

ঃ কুয়াশার দানঃ

সন্ধ্যা লগ্নে পল্লীর প্রান্তরে অবগুণ্ঠিত আমি
অবগুণ্ঠিত সমস্ত পল্লী;
যেন ঘুমন্ত মানুষের অতন্দ্র প্রহরী।
সারাদিন সূর্যের সাথে অবিরাম যুদ্ধ করে
ক্লান্ত পাখির ন্যয় বিশাল গ্রামটা ম্লান হয়ে এসেছে।
চাপ চাপ কুয়াশার আধার তাকে ঢেকে দিয়েছে যেন
এক সুশৃংখল শক্ত আবরণে;
সূর্যের সাধ্য নেই ওকে আবার যুদ্ধে আহবান করে
বিহবলিত সূর্য, অগ্নি সূর্য, ক্লান্ত সূর্য, আবার ফিরেছে কক্ষে।
এই মুক্ত পৃথিবীতে রাখাল সৈনিকেরা ঘরে ফিরেছে
আমারও যে ফিরবার সময় হল;
কারণ আমিও যে পেয়েছি কুয়াশার আশ্বাস
সারারাত সে আমাদের ঢেকে রাখবে এক দুর্বেধ্য আবরণে
স্বাধীনতার চরম আস্বাদে আস্বাদিত করবে
করবে এক মহাপাপিষ্ঠের অবসান।
পুন্যের শ্লোক মুখে নিয়ে যার জয়গান।
সেই ধূর্তই যে তুমি; মুখে তোমার একি দীপ্তি?
কিন্তু তোমরা ভাল ভাবেই জান;
স্বর্গীয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আমি
যেমন কুয়াশার নীল আলোয় পৃথিবী উদ্দীপ্ত।
নবক্লান্ত সারায় সমস্ত গ্রাম তৃষ্ণার নিবৃত্তে ব্যস্ত
এটুকু শুধু সময়; আবার তাকে যুদ্ধে যেতে হবে
যেতে হবে মিত্রকে বন্ধু জেনে।

ঃ মেঘের দেশে ঃ

একদা গ্রীষ্মের দুপুরে
জানালা পথে আকাশ দেখছিলাম।

মনে হয়েছিল পৃথিবীর রূপগুলো
নীল হয়ে, শত শত খণ্ড ভাসমান মেঘ
আকাশ বেয়ে নিরবে পায়ের ভীড়ে
অনাধিকারের মতন উড়ে চলেছে।

বিশাল আকাশটা তখন রৌদ্রে উদাস
মেঘের পর তারি ঝলমল. অসংখ্য পাখির সমাহার
এরকম আমি দেখেছিলাম পদ্মা তটে।

বহুক্ষণ ধরে একটি প্রজাপতি আকাশ পথে
ধূসর মরুস্থান ঘুরে এসে
তাজমহলের অদ্ভুত সৌন্দর্য তার নক্ষাগ্রে
মনের হরষে, স্বাধীনভাবে সে উড়ে চলেছে।

তখন আমার মনে হয়েছে
আমি যদি একটি প্রজাপতি হতাম
তবে কখনই ঐ পৃথিবীতে ফিরে যেতাম না।

সমগ্র পৃথিবীকে আমি
কখনও হলুদ চোখে, আবার ধূসর হয়ে
একটানা দেখেই চলিতাম।

অতঃপর বুঝি সবুজ বনানীর প্রান্তে
অস্তায়মান সূর্যের সাথে বন্ধুত্ব করে
কুমুদের সাথে নিঃশব্দে খেলা করে
একরকম তাইগ্রীসের তীরে,
সবুজ বনানীর মতই নিরব হতাম
সেই তটে ; অনন্ত একাকিত্বতার মাঝে।

: মেঘের রৌদ্র :

স্কুলে যাওয়ার পথে বুঝলাম
বিশাল আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে
কেমন অদ্ভুত তীক্ষ্ম শীতল হাওয়া
মেঘ ফুড়ে রৌদ্র বেরিয়ে আসছে এক দুরন্ত উচ্ছাসে।
ঝিরি ঝিরি হাওয়া তখন বেশ বইছিল
দুধারের বৃক্ষরাজি মনের আনন্দে সবুজের তটে
আকাশের রঙের সাথে মিশে কোন এক নীলনদে
যেন হারিয়ে গিয়েছে।
আমি বৃক্ষদের বললাম "তোমরা কেন কষ্ট পাচ্ছ?"
কোন উত্তর এল না, এক অব্যক্ত বিশৃঙ্খল বাতাস
তাদের সমস্ত অঙ্গে ঝড় বয়ে দিয়ে গেল
কিন্তু আমি তেমনি উদ্যম, উচ্ছল ও বিশৃঙ্খল।
তখন রিকশা ছেড়ে চলতে লাগলাম
পার্শ্বস্থ কবরস্থানের মৃতদের সাথে কিছু কথা ছিল
অসম্ভব আধারে তাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি
কিন্তু অকস্মাৎ একরাশ রৌদ্র এসে আমায় চিনিয়ে দিয়ে গেল
সমস্ত মানুষের দুরন্ত মনে।

ঃ নিভৃতে একাকী ঃ

সেদিন সারাটা রাত
আমি পথে পথে হেটে বেড়িয়েছি।
কখনও কুকুরের ডাকে চমকে উঠেছি
ভেবেছি এ সত্য, একাকিত্বতাই পরম লাভ।
শত সহস্র তারকারা জেগেছিল সেদিন
তারাও মোর সাথে সাথে কেঁদেছিল
একটি নীল বেদনা, আমি দেখতে পেয়েছিলাম
তাদের হৃদয়ের মাঝে,
কখনও স্বপ্নের মাঝে ;
সমুদ্রের হিমেল হাওয়ায়
অতি নিভৃতে—
একাকিত্বকে আমি পার হয়ে যেতে চেয়েছিলাম
কিন্তু পারিনি ; ব্যর্থ আমি সমুদ্র অভিযানে।

পৃথিবীর কোথাও আমার বাকী ছিল না
সমস্ত স্বর্গ হতে লাল নড়কে
একটি মানুষকে আমি কাঁদতে দেখেছিলাম
সমুদ্রের গহবরে ; স্বাধীনতায় বঞ্চিত বলে।

সমস্ত পৃথিবীকে আমি স্তব্ধ করে
দিতে চেয়েছিলাম সে রাতে,
অনন্ত মৃত জ্বালাকে পুঞ্জীভূত করে
চেয়েছিলাম স্বাধীনতা,
কিন্তু স্বাধীনতা, তুমি দুর্লভ
মৃত্যুঞ্জয়ী।

: রূপালী সুরুযের দেশে :

পৃথিবীর কোথাও আমি এমনটি দেখিনি
সোনালী সুরুযের আভায় রক্ত তপ্ত সুন্দর গোধূলী
বিস্তৃত সমুদ্রের নিঃ সঙ্কোচ মৌনতা
আমার ভীষণ ভাল লেগেছে।

তখন সমুদ্রের গর্জনে অসংখ্য জাহাজের হুইসেল
সন্ধাচ্ছন্ন ম্লান আলো, অদ্ভুত একটি ভৌতিকতা
থেকে থেকে আমার পাঞ্জাবীটা উড়ন্ত
যেন উড়তে চাচ্ছে ওদের মতন। যেমন, তোমরা উড়েছিলে।

পায়ের নীচে বহু কাঁচা কাঁচা ঘাস, অদ্ভুত সবুজ
রূপালী সুরুযের দেশে একি সৌন্দর্য?
তাকালাম তার দিকে; সে তেমনি মৃদু হাসছে।

বনের ঘন গম্ভীর আবিরের রঙে তুমি ছিলে নিশ্চল
বহু পল্লীর সমাহার কখনও রূপালী ধান ক্ষেতে
আমায় আর ওকে ঘিরে, কিন্তু তবুও সে নিরুত্তর।

শ্লথ পায়ে হেটে মনে হয় শতমাইল চলে এসেছি
একটি গভীর বনানীর নিস্তব্ধ কুটির, তেমনি নৈরাশ্য
হাজারো কলাগাছ ও'র গাঁ ফুড়ে বেরিয়েছে
কিন্তু সে তো তেমনি নিরব, অথচ কী প্রাণচঞ্চল!

বহুটা পথ সমুদ্রে—
তখন পূর্ণিমা চাঁদে পৃথিবী ধ্যান গম্ভীর
রূপালী সমুদ্রের চিক্‌চিক, রূপালী হাওয়া
থেকে থেকে উড়ছিল ওর শুভ্র চুল আমার কপালে
তবুও সেই হতে সে মৃদু হেসেই চলেছে।

সমস্ত আকাশটা যখন তারকায় ছড়িয়ে পড়েছিল
শুকতারার ব্যথিত চিত্ত যেন বহুদূরে দেখেছিলাম
তখন তারে জিজ্ঞেস করেছি কেন এমন হয়
সে সকৌতুকে বলেছে "আমি জানি না"।

ঃ সন্ধ্যা ঃ

সন্ধ্যা, তুমি এখনও ফিরলে না
কোন এক গহীন বনে, গভীর পর্বতে
কেন লুকিয়ে আছ ?
কেন নিজেকে মিছে কষ্ট দিচ্ছ ?
      যখন ধরাতলে সন্ধ্যা হয়ে সন্ধ্যে আসে,
যখন ঘাসের উপর বসন্তের কাঁচা রৌদ্র
রৌদ্রের কান্না, মৃদু অস্পষ্ট তবু আমি শুনি
আমার তখন মনে হয় পৃথিবীর সবই বুঝি কাঁদছে
কারণ আমিও তখন কেঁদেছিলাম।
      তোমাকে খুজতে বেরিয়ে
মিসিসিপির গতি অনুসরণ করেছি
মিশরের পিরামিড, নীল নদ এও আমি দেখেছি।
কিন্তু একটি অস্পষ্ট আলেয়া সন্ধ্যা মূর্তি,
আমি প্রতিক্ষণে দেখেছি আমার অনিসন্ধিৎসু
হৃদয়ের তীর ছুয়ে।
      বহু লাল প্রজাপতি আমাকে দেখে বিকেলের
মাঠে উড়ে গেল ;
তাদের বাতাসের শব্দ, চরম ব্যর্থতার যন্ত্রনা
তবু ভেবেছি ;
কিন্তু সন্ধ্যা,   সেই ভাল ; একথা যেন।

Please email me: sayedhossain@yahoo.com
My personal website: www.sayedhossain.com
Nov 5, 2010.